যায়যায়দিন

তারিখ 16 APR 2007
পৃষ্ঠা কলাম

উঠেছে। শুধু সমস্যা নয়, সমাধানের পথও এখানে বাতলে দেয়া হয়েছে। কৌশলপত্রটি অনেক চিন্তা-ভাবনা ও গবেষণার ফসল, এ নিয়ে কারো দ্বিমত থাকার কথা নয়। অন্যান্য শিক্ষা কমিশনের মতো এটিও যদি বাস্তবায়ন না করে ফেলে রাখা হয় তবে শুধু সময়, শ্রম ও অর্থেরই অপচয় ঘটবে না বরং দেশের উচ্চ শিক্ষার উন্নয়ন অনেক পিছিয়ে যাবে।

এ প্রসঙ্গে দৈনিক প্রথম আলো পত্রিকা ২০০৬ সালের ১৯ এপ্রিল সম্পাদকীয় মতামত প্রকাশ করে এভাবে :

'ইউজিসি যে কর্মপরিকল্পনা প্রধানমন্ত্রীর কাছে পেশ করেছে সেখানে বলা হয়েছে, বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্য নিয়োগের বর্তমান প্রক্রিয়া ত্রুটিপূর্ণ এবং রাজনৈতিক প্রভাবদুষ্ট। ছাত্র ও শিক্ষক রাজনীতি থেকে দলীয় লেজুড়বৃত্তি কমানোর প্রয়োজনীয়তার কথাও বলা হয়েছে কর্মপরিকল্পনায়। এই পর্যবেক্ষণকে আমরা যথার্থ বলে মনে করি এবং এই রাজনৈতিক প্রভাব দেশের উচ্চশিক্ষাকে চরমভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। এ থেকে যেকোন মূল্যে বের হয়ে আসতে হবে।'

২০০৬ সালের ২৪ এপ্রিল দৈনিক নয়াদিগন্ত পত্রিকার সম্পাদকীয়তে বলা হয়েছে :

'আমরা মনে করি, একটি ভালো উদ্যোগ নেয়া হয়েছে, সুপারিশগুলো একটি অবয়বও পেয়েছে। এবার এটিকে সর্বজনগ্রাহ্য করতে কিছু উদ্যোগ নেয়া দরকার। বিরোধীদলের অভিমত নেয়া প্রয়োজন। ভিন্নমতের সুশীলসমাজের মতামতও নেয়া দরকার। বর্তমান সুপারিশমালাকে ভিত্তি ধরে আরো কিছু পরিবর্তন-পরিবর্ধন করেও যদি একটি স্থায়ী নীতিমালা দাঁড়ায়, তাতে জাতীয় স্বার্থ বেশি সংরক্ষিত হবে।'

দুঃখজনক হলেও সত্য, এক বছর আগে মঞ্জুরি কমিশনের এ কৌশলপত্রটি প্রণীত হয়েছে। বিগত সরকারের শেষ সময়ের হুড়োহুড়ি ও পরে রাজনৈতিক নানা অস্থিরতার কারণে কৌশলপত্রটি বাস্তবায়ন কিংবা এ নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করার কোনো ফুরসতই পায়নি সরকারের সংশ্লিষ্ট নীতিনির্ধারক মহল। এখন সময় এসেছে কৌশলপত্র বাস্তবায়ন করার ব্যাপারে নতুন করে ভাববার। যে কোনো উদ্যোগে এ দেশে রাজনীতি-সিক্ততা কিংবা রাজনৈতিক রঙ মাখানোর প্রয়াস নতুন নয়। যে কৌশলপত্রটি প্রণীত হয়েছে ঐকমত্যের ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় পরিমার্জন, পরিবর্ধন ও সংশোধন করে উচ্চ শিক্ষাকে কাঠামোর আওতায় এনে সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য অর্জনে সচেষ্ট হতে হবে।

সুপারিশমালা

ক. প্রায় তিন যুগ আগে প্রবর্তিত বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশ '৭৩-এর যুগোপযোগিতা নিয়ে অনেক জিজ্ঞাসার সৃষ্টি হওয়ায় এর সংস্কার অপরিহার্য হয়ে পড়েছে। এ ক্ষেত্রে কৌশলপত্রের সুপারিশমালার আলোকে বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশ পরিবর্তনের উদ্যোগ নেয়া যেতে পারে।

খ. পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ও ডিন নির্বাচন নিয়ে যেহেতু অতিমাত্রায় দলাদলির সৃষ্টি হচ্ছে, তাই ভোটাভুটির এ প্রক্রিয়া বন্ধ করতে হবে। উপাচার্য পদটি রাজনীতির ঊর্ধ্বে রাখতে হবে। উপাচার্য নিয়োগে জাতীয় অনুসন্ধান কমিটিকে দায়িত্ব দেয়া যেতে পারে ও একাডেমিক যোগ্যতা, জ্যেষ্ঠতা ও নেতৃত্বের গুণাবলি দেখে ডিন নিয়োগ করতে হবে।

গ. শিক্ষক নিয়োগে দলীয়করণ, স্বজনপ্রীতি ও অনিয়মের ব্যাপক অভিযোগ ওঠায় প্রচলিত পদ্ধতির শিক্ষক নিয়োগ বন্ধ করতে হবে। শিক্ষক নিয়োগে স্বচ্ছতা ফিরিয়ে আনতে দুটি বিকল্প প্রস্তাব ভেবে দেখা যেতে পারে। এক. মঞ্জুরি কমিশনের হাতে শিক্ষক নিয়োগ প্রক্রিয়াটি ছেড়ে দেয়া যেতে পারে। দুই. সরকারি কর্মকমিশনের মতো শিক্ষক নিয়োগের জন্য আরেকটি কর্মকমিশন গঠন করা যেতে পারে। দ্বিতীয় প্রস্তাবটি কার্যকর করতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও অনেক সময়ের প্রয়োজন। তাই প্রথম প্রস্তাবটি দ্রুত কার্যকর করা যেতে পারে।

ঘ. জাতীয় রাজনীতিতে শিক্ষকদের সরাসরি অংশগ্রহণ বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনা পদ্ধতিকে হুমকির মুখে ঠেলে দিয়েছে। তাই আইন করে এটি সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করতে হবে।

ঙ. বিশ্ববিদ্যালয়ের দুর্নীতি ও অনিয়মের সুষ্ঠু এবং নিরপেক্ষ তদন্ত করার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের অডিট বিভাগকে সক্রিয় করার পাশাপাশি আলাদা একটি তদন্ত দফতর বা শাখা খুলতে হবে। যেখানে পেশাগত দক্ষতা দেখে লোকজনকে নিয়োগ দিতে হবে।

চ. শুধু সুপারিশ নয়, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়নের ক্ষমতা দিয়ে শক্তিশালী করতে হবে। একই সঙ্গে প্রতিবেশী রাষ্ট্র ইনডিয়া ও পাকিস্তানের মতো মঞ্জুরি কমিশনকে সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানের আওতায় এনে কমিশনের চেয়ারম্যানের পদকে মন্ত্রী ও সদস্যদের সচিব পদমর্যাদায় উন্নীত করতে হবে।

ছ. বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-কর্মচারীদের পদোন্নতির ব্যাপারে মঞ্জুরি কমিশন প্রণীত 'অভিন্ন শিক্ষক, কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগ পদোন্নতি নীতিমালা' ও স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা ফিরিয়ে আনার জন্য 'অভিন্ন আর্থিক নীতিমালা' অবিলম্বে বাস্তবায়ন করতে হবে।

জ. প্রচলিত পদ্ধতির ছাত্র রাজনীতি সংস্কার করা প্রয়োজন। এ সংস্কারের মধ্যে আসতে পারে রাজনৈতিক দলের লেজুড়বৃত্তি সম্পূর্ণরূপে বন্ধ, নিয়মিত ছাত্র সংসদ নির্বাচনের ব্যবস্থা, ক্যাম্পাস ভিত্তিক রাজনীতি চালু, ক্যাম্পাসের বাইরে ছাত্র রাজনীতি নিষিদ্ধ, নিয়মিত ছাত্রদের বাইরে কাউকে নেতৃত্বে আসতে না দেয়া, ছাত্র নেতাকর্মীদের বয়স নির্ধারণ করে দেয়া, সংগঠনের অভ্যন্তরে গণতন্ত্র চালু করা, প্রতি বছর দলীয় কাউন্সিল করা প্রভৃতি।

ঝ. পাবলিক-বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার মান নিশ্চিত করতে সরকারের প্রভাবমুক্ত 'অ্যাক্রিডিটেশন কাউন্সিল' গঠন করতে হবে। (শেষ)

লেখক : লেকচারার, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, সিলেট।

(নিবন্ধটি গত ৭ এপ্রিল জাতীয় প্রেস ক্লাবে অনুষ্ঠিত উচ্চ শিক্ষার ওপর এক গোলটেবিল বৈঠকে মূল প্রবন্ধ হিসেবে উপস্থাপন করা হয়)

সংশোধন